তারিখ ... 12 APR 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৭ ...

16

দৈনিক খবর

অবহেলা দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে

॥ সাহেদ হোসেন চৌধুরী ॥

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কর্তব্য পালনে অবহেলা, ব্যাপক দুর্নীতি, খামখেয়ালীপনা ও স্বজনপ্রীতির কারণে কমিশনের ভবিষ্যত সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে বলে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র অভিযোগ করেছে।

কমিশনের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অভিযোগ করে বলেছেন, গত ৪ বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে পূর্ণকালীন সদস্য হিসেবে ১ জন কর্মকর্তা থাকার পরেও চলতি বছরের ৫ই এপ্রিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর মোহাম্মদ আলীকে পূর্ণকালীন সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অবশ্য রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর অনুচ্ছেদ মোতাবেক কমিশনে ২ জন পূর্ণকালীন সদস্য নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এনাম কমিটি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে পূর্ণকালীন সদস্য হিসেবে ১ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়ার জন্যে সুপারিশ করেছিল। উল্লেখ্য, ১৯৮৬ সালের ২৯শে জানুয়ারী অধ্যাপক এম শামসুল হককে কমিশনের পূর্ণকালীন সদস্য হিসেবে নিয়োগ করা হয়। বর্তমানে তিনি কর্মরত রয়েছেন।

সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ১ জন পূর্ণকালীন সদস্যের

২-এর পাতায় দেখুন

বিশ্ববি...

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জন্য প্রতি বছর প্রায় ৫ লা... করা হয়। একজন পূর্ণকালীন... মাসিক বেতন ছাড়াও গাড়ী, ড্রাইভ... বাসা ভাড়া ও টেলিফোনের সুযোগ-সুবিধে পেয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে কমিশনে পূর্ণকালীন সদস্য হিসেবে নতুন নিয়োগে খরচ বাড়বে বলে সূত্র অভিযোগ করেছে।

সূত্রটি অভিযোগ করে আরও জানান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অনেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাই অবৈধভাবে কমিশনের নির্ধারিত টেলিফোনের চেয়ে অতিরিক্ত টেলিফোন ব্যবহার করছে। ভাড়া করা বাড়ীর ক্ষেত্রেও একই অভিযোগ উঠেছে। নিয়ম অনুযায়ী ১টি মাত্র টেলিফোন ব্যবহার করার কথা থাকলেও বেশীর ভাগ কর্মকর্তাই তা মানছে না এবং এতে সরকারকে প্রতি মাসে বিরাট অংকের অর্থ গচ্ছা দিতে হচ্ছে বলে সূত্রের অভিযোগ।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাথে সংশ্লিষ্ট একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা খবর প্রতিনিধির কাছে অভিযোগ করে বলেছেন, সরকারী চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পরেও কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত রয়েছেন জনৈক প্রভাবশালী কর্মকর্তা। এটা পুরোপুরিভাবেই নিয়ম বহির্ভূত। কেননা সরকারী চাকরির বয়স ৫৭ বছর পেরিয়ে গেলে একমাত্র রাষ্ট্রপতিই চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেটা করা হয়নি।

তিনি অভিযোগ করে আরও বলেন, দেশের ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের টাকা ব্যাংকে রেখে কমিশনের কর্মকর্তারা কমি... লোকদে... ...ছে। উপরন্তু বিশ্ব... ...শনের ফান্ড হতে গবে... ...র্থ দেয়া হচ্ছে মুখচেনা ব্যক্তি...

মঞ্জুরী কমিশনের এ...জন কর্মকর্তা তার মতামত ব্যক্ত করে বলেছেন, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে পূর্ণকালীন সদস্য হিসেবে ১ জন কর্মকর্তার নিয়োগই যথেষ্ট। এতে সরকারের আর্থিক সাশ্রয়ও হবে।

উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে ১ জন চেয়ারম্যান ও ২ জন পূর্ণকালীন সদস্য ৪ বছরের জন্যে নিয়োগকৃত হন। কমিশনের পাঠানো সুপারিশ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নিজেই চেয়ারম্যান ও পূর্ণকালীন সদস্য নিয়োগ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের খন্ডকালীন সদস্যের সংখ্যা হলো ৯। এদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্যদের মধ্য থেকে পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ডীনদের মাঝ থেকে ৩ জন, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত সদস্য পর্যায়ক্রমে ৩ জন এবং সরকার কর্তৃক মনোনীত ৩ জন হলেন শিক্ষা সচিব, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব পর্যায়ের প্রতিনিধি। সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্যরা ব্যতীত বাকী ৬ জন খন্ডকালীন সদস্য ২ বছরের জন্যে নিযুক্ত হন।